28-07-18 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অর্থ সহিত বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ নাশ হবে, আত্মা পতিত থেকে পাবন হবে । প্রধান বিষয়ই হলো স্মরণের যাত্রা"

প্রশ্ন : - ঈশ্বরের কাছে মানুষের কি প্রার্থনা থাকে আর ঈশ্বর (বাবা) সেই প্রার্থনা কিভাবে পূরণ করেন ?

উত্তর : -- মানুষ বাবার কাছে প্রার্থনা করে বলে -- হে গডফাদার, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর, হে করুণাময় কৃপা কর । বাবা সবার প্রার্থনা শুনে স্বয়ং এসে, পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি বলে দেন --- বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ কর । শুধু বাবার মহিমা করলে কোনও লাভ হবে না । চরিত্রের গুণগানও করতে হবে না, কিন্তু রাজযোগ শিখে তোমাদের চরিত্রবান হতে হবে ।

গীত : - ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই •••••

ওম্ শান্তি । এই মহিমা কার শুনেছ ? অধিকতর খারাপকে যিনি সংশোধন করে তোলেন । আদি - মধ্য -অন্তের নলেজ এসে শোনান যিনি, সেই উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা । যখন কেউ বোঝার জন্য আসে , প্রথম কথা এটাই তাকে বোঝাতে হবে, উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবানের মহিমা করা হয় । যেমন উচ্চতর তাঁর নাম তেমনই সর্বোচ্চ তাঁর ধাম । গ্রন্থ সাহেবেও আছে উচ্চ যাঁর নাম, উচ্চ তাঁর ধাম । উচ্চ থেকে উচ্চতর ধামে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা । নিরাকার দুনিয়া, যেখানে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার নিবাস স্থল । নীচে আছে আকারী আর সাকার দুনিয়া ; সুতরাং প্রথমে তাঁর পরিচয় দিতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মাই একমাত্র সত্য । উনি হলেন রচয়িতা , তারপর আসে তাঁর রচনা । উচ্চ থেকে উচ্চতর বীজরূপ তিনি ; ওনার নীচে সূক্ষ্মবতন বাসী ব্রহ্মা -বিষ্ণু -শঙ্কর । এনারা হলেন তাঁর রচনা । রচয়িতা সবার উপরে থাকেন । বাবা হলেন রচয়িতা বাকি সবই তাঁর রচনা । আমরা সবাই এক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, সুতরাং আমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই । পরমপিতা পরমধামে থাকেন, তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয় । দেহধারী পিতা অনেক আছে না ! প্রথমে পরিচয় দিতে হবে রুহানী বাবার, বাকি সব ওনার রচনা । চিত্রের প্রতিও মনকে আকৃষ্ট করাতে হবে । প্রথমে উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের (ঝাড়ের) চৈতন্য বীজ রূপ বলা হয়ে থাকে । তিনি হলেন সত -চিত -আনন্দ স্বরূপ । সত অর্থাত্ সত্য বলেন যিনি। আত্মাও সত্য, যা জ্বলে মরে যায় না । সত্য যিনি, তাঁর সন্তানদের ও সত্য (সততা) হওয়া প্রয়োজন । তোমরা প্রথমে দেবী -দেবতা সত্য ছিলে । সত্যখন্ড স্থাপনকারী সত্য পিতা । এমন নয় যে, পরমপিতা পরমাত্মা মিথ্যে খন্ড স্থাপন করেন। কখনও না । সত্য খন্ড ছিল এই ভারত, তারপর মিথ্যে খন্ডে পরিণত হয়েছে । সত্য হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । পতিত বানায় যে তাকে সত্য বলা হয়না । বাকি তো সব মিথ্যে । ৫ বিকার রূপী মায়া রাবণ মিথ্যে করে তোলে । রাম সত্য, রাবণ মিথ্যে । রাবণই ভারতকে মিথ্যে করে তোলে । কাহিনী সমস্ত ভারতকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে । বোঝাতে হবে, ভারত স্বর্গ ছিল এখন নরকে পরিণত হয়েছে । বাবাকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয় । মহিমা সব ভারতেরই । আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান বাবা তোমাদের শোনান, যার জন্য তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো ,একেই বলে -- স্বদর্শন চক্র । তোমরা জান, আমরা আত্মারা আবার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা গ্রহণ করছি । কথিত

আছে আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল ; এখন এই মিলন বড়ো সুন্দর ও মঙ্গলকারী । তোমরা প্রথমে বাবার পরিচয় দাও । রচয়িতা বাবাকে সর্বব্যাপী বললে এটা প্রমাণ হয়না যে, আমরা সবাই তাঁর সন্তান । বাচ্চারাও এমন বলবে না, আমরা সবাই পরমপিতা পরমাত্মা । সর্বব্যাপী বললে বাবার প্রতি না থাকে ভালবাসা, না থাকে বুদ্ধিযোগ । ভারতের প্রাচীন যোগ প্রসিদ্ধ । বাস্তবে বুদ্ধি যুক্ত করতে হয় বাবার সাথে । সর্বব্যাপী হলে যোগ কার সাথে লাগাবে? নিজের সাথে যোগ লাগাবে ? এসবই অর্থহীন প্রলাপ । এখানে তোমরা যথার্থ রূপে সব জানতে পারছ । বাবা স্বয়ং বলছেন -- আমার সাথে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । বিকর্মতো হয়েই চলেছে । সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা অন্তিমে হবে । যখন জ্ঞান শেষ হবে তখন তার ফলাফল বেড়োবে। স্কুলেও কেউ কোনও বিশেষ সাবজেক্টে তীক্ষ্ম হয়, কেউ আবার অন্য কিছুতে । এখানে সহজ সাবজেক্ট হলো স্মরণের। বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণেই আত্মার শুদ্ধিকরণ হবে। আত্মা স্বচ্ছ হবে । আত্মা যে অপবিত্র হয়ে পড়েছিল তা পবিত্র হতে থাকবে । উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবা এসে শিক্ষা দেন আর উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ প্রাপ্তি করান । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। বুঝতে পেরেছ যে, প্রকৃতপক্ষেই আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল, তাকে হিন্দু ধর্ম বললে শোভনীয় হয়না । ভারতের নাম বদলে হিন্দুস্তান নামকরণ করেছে । আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিল, যাকে বৈকুন্ঠ অথবা স্বর্গ বলা হয় । তা হলো সত্য যুগ, তাকে নতুন দুনিয়া বলা হয় । ঐ যুগের রচনা করেছেন বাবা । তিনি হলেন নিরাকার । সবাই ডেকে বলে -- ও গড ফাদার ! তিনি উচ্চ থেকে উচ্চতে থাকেন । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর সূক্ষ্ম দেহধারী, ওনাদের নিবাস স্থলকে সূক্ষ্মলোক বলা হয় । আর পরমধাম হলো শান্তিধাম, সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড । সাকারী দুনিয়া হলো স্থূলবতন । নতুন কেউ এলে প্রথমে তাকে ফর্ম পূরণ করতে হবে । আত্মার পিতা কে ? উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান । সাধু সন্ত ইত্যাদি প্রত্যেকে প্রার্থনা করে, প্রার্থনাকে বলা হয় রিকোয়েস্ট (অনুরোধ)। ডেকে বলে -- হে গডফাদার, আমরা প্রার্থনা করছি আমাদের পাপকে দগ্ধ কর, দয়ালু বাবা আমাদের প্রতি কৃপা কর ; এভাবে ডাকে । করুণা তো সবাই করবে না । সবার প্রতি কৃপা একমাত্র বাবাই করে থাকেন । সর্বোদয়া (যিনি সবাইকে দয়া করেন) বলে না! ওরা (সর্বোদয়া নামক যে সংস্থা রয়েছে) কি করছে ? কতজনকে করুণা করবে? এটাও ড্রামায় পূর্বনির্ধারিত । এই সময় যা কিছু ঘটছে তার সাথে তোমরা তুলনা করতে পার । ভগবদ্গীতায় এসব উল্লেখ নেই । গীতা হলো জ্ঞান, বাকি চরিত্রের কোনও প্রয়োজন নেই । স্টুডেন্টস কি টিচার্সদের চরিত্র নিয়ে বর্ণনা করে ? বসে বসে টিচারের মহিমা করলে কোনও লাভ হবে না । শুধু বাবার মহিমা করলে -- তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ; এতে কিছুই প্রাপ্তি হবে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে, বাবা আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন অর্থাত্ তিনটি কাল আর তিন লোকের নলেজ দিচ্ছেন । সুতরাং তোমাদের মাস্টার ত্রিলোকীনাথ বলা যেতে পারে, ত্রিকালদর্শী ও বলতে পার । বরাবর আমরাই তিন লোকের জ্ঞান ধারণ করে ত্রিলোকীনাথ হই । এটাই হলো রাজযোগ । আমরা বাদশাহ হতে যাচ্ছি । একমাত্র বাবাই আমাদের বাদশাহ বানাতে পারেন । পারসনাথ ও বলে না! ওরা হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ , যদিও তাদের মন্দির আছে, কিন্তু মানুষ জানেনা এরা কারা ? লক্ষ্মী -নারায়ণ হলো পারসপুরীর নাথ । পারসপুরীকে সত্য যুগ বলা হয় । তোমরা জান বরাবর কৃষ্ণের হীরে জহরতের মহল ছিল, পারসনাথ ছিলেন ; সুতরাং প্রথমে এটা বোঝাও । এটা তো মানো যে, সবার রচয়িতা বাবা । ব্রহ্মা -বিষ্ণু -শঙ্করের রচয়িতাও তিনি । প্রথম তো এটা নিশ্চয় কর যে, ঐ বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । স্বর্গে আদি সনাতন দেবী -দেবতা ধর্ম ছিল । তারা এই নলেজ কবে পেয়েছিল ? বাবা বলেন, আমি কল্পে-কল্পে সঙ্গমযুগে এসে নলেজ দিয়ে থাকি । তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সত্য যুগ

শুরুর পারসনাথ হতে যাচ্ছ । কত ফার্স্টক্লাস নলেজ । তোমরা বুঝে গেছ আমরা বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা পেয়ে পারসনাথ ,পারসপুরীর মালিক হব । বুদ্ধি জানে যে, লক্ষ্মী -নারায়ণ ইত্যাদি দেবী -দেবতারা কত ধনবান ছিল, তাদের কতো অলংকার ছিল, বৈভব সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল । প্রথমে বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছ থেকে বর্সা নিতে হবে । স্মরণেই বর্সা প্রাপ্তি হবে । এটাই হলো সূক্ষ্ম ব্যাপার । হীরে জহরতের কত বিশাল মহল ছিল । এখন সব শেষ হয়ে গেছে । সময় মতো আবার সেসব তৈরি হবে। প্রথমে ছিল, তারপর শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আবার হবে । এসবই ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । এটাই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । লড়াইতে সব ধ্বংস হয়ে যায়, তারপর আবার নতুন ভাবে নির্মাণ হয় । মহল ও নিশ্চয়ই বানিয়েছিল, তোমাদেরও সাক্ষাত্কার হয়েছে, বরাবর মহল ছিল, আমরাই বানিয়েছিলাম। এমন নয় যে, সাগরের নীচে চলে গেছে এখন আবার সাগর থেকে বেড়িয়ে আসবে । না । ড্রামার এই চক্র তো ঘুরতেই থাকবে । ওরা ভাবে রাবণের লঙ্কা অথবা সোনার দ্বারকা সাগরের নীচে চলে গেছে, যা আবার বেড়িয়ে আসবে, কিন্তু এমনটা তো হয়নি । এখন তোমরা দ্বারকার মালিক হচ্ছ । কত বিত্তবান ছিলে, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলে । সব হারিয়ে গেছে, লুঠ করে নিয়ে গেছে । আবারও এমনটাই হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে, তারপর চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে যে , এই চক্র কিভাবে ঘুরছে সত্য যুগের স্থাপনা বাবাই এসে করেন । এখন সামনে বসে বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ কর । স্মরণের যোগ অগ্নিতেই তোমরা পতিত থেকে পাবন হবে । এছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই । যোগ অগ্নিতেই আত্মা পবিত্র হয় । পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন ,তবে তোমরা গঙ্গাকে কেন পতিত - পাবনী বলো ? জপ, তপ, গঙ্গা স্নান ইত্যাদি হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী । ভক্তি মার্গ ও প্রথমে অব্যভিচারী ছিল, তারপর ব্যভিচারী হয়ে গেছে । ব্যভিচারী হতে আধা কল্প লেগেছে । ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা। এইভাবেই কলা কম হতে থাকে । এসবই জ্ঞানের সাগর বাবা এসে বোঝান । ব্রহ্মা -বিষ্ণু -শঙ্করকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয়না । পরমপিতা বললে বুদ্ধি ব্রহ্মা -বিষ্ণু - শঙ্করের দিকে যায় না । আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকেই স্মরণ করে ,যখন তারা দুঃখী হয়ে ওঠে । সত্য যুগ সুখের স্বর্গ, তাই ওখানে কেউ ডাকেনা । এখন আত্মারা জানে যে, আধা কল্প ধরে দুঃখের যন্ত্রণা ভোগ করছে । এখন আবার স্বর্গে যাবে । ওখানে কোনও দুঃখ নেই আর তাই সত্য যুগে বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না । ড্রামা অনুসারে বাবা আমাদের সুখের বর্সা দিয়ে যাবেনই । মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় বাণপ্রস্থে চলে যায়, গুরুর স্মরণাপন্ন হয় । এখানে তো স্বয়ং বাবা এসেই সদ্গুরুর ভূমিকা পালন করেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাব । এমন কথা আর কেউ বলতে পারে না । সঙ্গে করে কেউ নিয়ে যাবে না । প্রত্যেককে পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হবে, সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে পার্ট বাজানোর জন্য আসতেই হবে । আমি তো পুনর্জন্ম নিই না । যদি আমিও বারংবার জন্ম গ্রহণ করি, তবে তমোপ্রধান হয়ে যাব । আত্মাই অপবিত্র হয়, আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে । গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ শব্দ এখনকার জন্য প্রযোজ্য । এখন কলিযুগ নিশ্চিত রূপে আয়রন এজ । এখন সঙ্গমযুগী, যখন বাবাকে অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হয়, পুরানো সৃষ্টিকে নতুন রূপ দিতে -- এ কাজ শুধু বাবাই করতে পারেন । বাবাই পতিত-পাবন যিনি সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। তিনি জগতের সৃষ্টি কর্তা নন । তিনি শুধু পরিবর্তন করেন । সৃষ্টি রচনা করেন বললে, মানুষ ভাবে যে, বড়সড় কোনও প্রলয় ঘটবে । পতিত-পাবন শব্দটিই যথার্থ, অর্থাত্ সৃষ্টিকে পবিত্র করে নতুন রূপে রূপান্তরিত করেন । সাধুরাও গীত গায় - পতিত পাবন সীতারাম । এমন তো বলেনা - পতিত পাবনী গঙ্গা । পতিত পাবন বললে বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে যায় । গঙ্গা তো পতিত -পাবন নয় । এ তো শুধু জল । জল তো ওখানেও আছে কিন্তু ওখানে

(সত্যযুগে) প্রতিটি জিনিসই সতোপ্রধান । গঙ্গাও সতোপ্রধান, এখানে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । চতুর্দিক প্লাবিত করে গ্রামাঞ্চল ডুবিয়ে দেয় । ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত হয়ে কত গ্রাম ভাসিয়ে দেয় । এ হলো দুখধাম । সত্য যুগে থোড়াই দুঃখে ভুগবে । ওখানে নদী প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিক গতিতে বইবে। এখানে নদী গতিপথ বদল করে অন্য পথে বইতে থাকে । সত্য যুগে ৫ তত্ব সতোপ্রধান হওয়ার কারণে জল ও দুঃখ দেয় না । এখানে জল দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । প্রথমে এটাই বোঝাতে হবে স্বর্গে সুখ প্রদান করেন কে ? নিশ্চয়ই বাবা । এখন তো নরক । বাবা এসেছেন । আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারাই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । মানুষ থেকে দেবতা বানান •••• কে বানান ? পরমপিতা পরমাত্মা । কৃষ্ণতো স্বয়ং দেবতা । বাবা এসেই মানুষকে দেবতা বানান । একথা এখন তোমরা জেনেছ । প্রথমে শুধু গাইতে মানুষ থেকে দেবতা করেছে •••••• জানতে না সত্যযুগ কে স্থাপন করেছে ? রচয়িতা কে ? সত্য যুগ সৃষ্টি পরে কলিযুগে পরিণত হয় । সুতরাং তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ যে, আকাশ তত্বের নীচে একটা বড়ো স্টেজ, এর উপরেই সব খেলা চলছে । খোলা স্টেজ চাই, তাই না ! মানুষ রঙ্গমঞ্চে পার্ট বাজাতে আসে, সুতরাং আলোও চাই । তাই সূর্য, চন্দ্র সেবা করে যাচ্ছে, নক্ষত্ররাও জ্বলজ্বল করছে । যখন রাত নেমে আসে, তখন আলো দিয়ে সুখ প্রদান করে, তাই মানুষ তাদের সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা নামে অভিহিত করে । আলো প্রদান করে সুখ দিয়ে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ড্রামার চক্রকে যথার্থ রূপে বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার মতো কৃপাশীল হয়ে সবাইকে কৃপা করতে হবে ।

২) বাবা সত্য খন্ড স্থাপন করছেন, তাই সৎ (সততা) হতে হবে। বাবার স্মরণে আত্মাকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে ।

বরদান : - সব পুরানো খাতাকে (কর্মের হিসেব নিকেশ) সংকল্প আর সংস্কার দ্বারা সমাপ্ত করতে সমর্থবান অন্তর্মুখী ভব (হও) ।

বাপদাদা বাচ্চাদের সমস্ত হিসেবের খাতা পরিষ্কার দেখতে চান । সংকল্প বা সংস্কারের মধ্যেও যেন পুরানো খাতার ন্যুনতম অংশও যেন না থাকে । সদা বন্ধনমুক্ত আর যোগযুক্ত হয়ে থাকাকেই অন্তর্মুখী বলে । বাহ্যমুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হয়ে নিরন্তর সেবা করে যাও । অন্তর্মুখী চেহারা দ্বারা বাবার নাম উজ্জ্বল কর। আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছেই সমর্পিত হোক, এমনই প্রসন্ন চিত্ত করে তোল ।

স্লোগান : - নিজের পরিবর্তন দ্বারা সংকল্প, বোল, সম্বন্ধ সম্পর্কে সফলতা প্রাপ্ত করাই সফলতা মূর্ত হওয়া ।